তারিখ ... 12 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...২...

কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি

সুপারিশ প্রণয়নের দায়িত্ব পেলেন আহমদ শফী

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকারের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে শাহ আহমদ শফীর নেতৃত্বাধীন কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের (বেফাক)। সমঝোতার অংশ হিসেবে স্বীকৃতির আইন চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব আহমদ শফীকে দিয়েছে সরকার। তাকে চেয়ারম্যান করে ২০১২ সালে গঠিত 'জাতীয় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বেফাকের মাধ্যমেই স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে সরকার। বিনিময়ে সরকারের শর্ত মেনেই ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

সুপারিশ প্রণয়নের দায়িত্ব

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

স্বীকৃতি পাবে কওমি মাদ্রাসা। গত রোববার কওমি মাদ্রাসা শিক্ষ কমিশন 'পুনরুজ্জীবিত' করে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, আগামী বছরের ৯ জানুয়ারির মধ্যে কমিশন সরকারের কাছে স্বীকৃতির আইনের চূড়ান্ত সুপারিশ জমা দেবে। এর আগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর একই কাজের জন্য শেরপুরের ইমাম মাওলাদ ফরিদউদ্দীন মাসউদকে আহ্বায়ক করে গোপালগঞ্জের গহরডাঙ্গা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা রুহুল আমিনকে সদস্য সচিব করে ৯ সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ কমিটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন হেফাজতে ইসলামের আমির আহমদ শফী। তবে আগের কঠোর অবস্থান থেকে সরে এসে তিনি দাবি করেন, বেফাকের মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিতে হবে। তবে ২০১৩ সালে তিনি দাবি করেছিলেন, স্বীকৃতি দিলেও মাদ্রাসা পরিচালনায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারবে না। পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব বেফাকের হাতেই থাকতে হবে। সরকার শুধু সনদ দেবে।

ফরিদউদ্দীন মাসউদের নেতৃত্বাধীন কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়ার পর নমনীয় হন আহমদ শফী। তিনি তার অনুসারীদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সঙ্গে দেখা করতে বলেন। এ ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ারও ঘোষণা দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে কি-না, তা কেউ নিশ্চিত করতে পারেননি। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি আহমদ শফীর প্রেস সচিব মাওলানা মুনির আহমেদ। তবে বেফাক সূত্র নিশ্চিত করেছে, সরকারের সঙ্গে তাদের সমঝোতা হয়েছে। এ কারণেই আহমদ শফীর দাবি অনুযায়ী স্বীকৃতি আইনের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নের দায়িত্ব তার নেতৃত্বাধীন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। বেফাকের সহসভাপতি মাওলানা আশরাফ আলী সমকালকে বলেন, বেফাক সরকারবিরোধী নয়। তাই নতুন করে সমঝোতার কিছু নেই। আমাদের দাবি– দারুল উলুম দেওবন্দের আদলে স্বীকৃতি। মাদ্রাসার স্বকীয়তা নষ্ট করে স্বীকৃতি চাই না। সরকার মেনে নিলে তা সবার জন্যই মঙ্গলজনক হবে।

আহমদ শফীর নেতৃত্বাধীন কমিশনকে পুনরুজ্জীবিত করায় গত মাসে গঠিত ফরিদউদ্দীন মাসউদের নেতৃত্বাধীন কমিটির কার্যকরিতা বাতিল হয়েছে কি-না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। কমিটির সদস্য সচিব মাওলানা রুহুল আমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে কমিটির সুপারিশ জমা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ শফীর কমিশন পুনরুজ্জীবিত করা হলো।

২০১২ সালের ১৫ এপ্রিল আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান করে ১৭ সদস্যের কমিশন গঠন করে সরকার। এতে ফরিদউদ্দীন মাসউদ ও রুহুল আমিনের পরিবর্তে বেফাকের সহসভাপতি মাওলানা আশরাফ আলীকে কমিশনের কো-চেয়ারম্যান এবং মহাসচিব আবদুল জব্বারকে সদস্য সচিব করার দাবি জানান আহমদ শফী। দাবি পূরণ না হওয়ায় কমিশন থেকে পদত্যাগ না করলেও নিজেদের সরিয়ে নেন আহমদ শফী।

পরের বছর এপ্রিলে ফরিদউদ্দীন মাসউদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে আইনের খসড়া জমা দেন। এতে কওমি মাদ্রাসাকে সাধারণ শিক্ষার আদলে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের সমমানের স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির বিষয় পড়ানো বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়।

২০১৩ সালে অক্টোবরে 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' আইনের খসড়া অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উত্থাপনের কথা ছিল। কিন্তু আহমদ শফীর নেতৃত্বাধীন হেফাজতের 'গৃহযুদ্ধের' হুমকিতে তা আর হয়নি।

এর পর গত ১১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমি মাদ্রাসা কমিশনের কাজ দ্রুত শেষ করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এক কারিকুলাম ও সনদের আওতায় আনার তাগিদ দেন। এর পরই সনদের স্বীকৃতি দিতে ফের নতুন করে উদ্যোগ নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।